

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা



নম্বর ১৬.০০.০০০০.০২০.০১.০০১.২১.২২০

তারিখ: ৩ ভাদ্র ১৪২৮

১৮ আগস্ট ২০২১

সভার নোটিশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২২-এর সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম [১.৪] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আগামী ২২.০৮.২০২১ খ্রি. তারিখ বেলা ১২:০০ ঘটিকায় অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, সংস্থা ও আইন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

০২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৮-৮-২০২১

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬

ইমেইল:

reform_sec@mora.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), উন্নয়ন অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), প্রশাসন অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৩) যুগ্মসচিব, বাজেট ও অনুদান অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৪) যুগ্মসচিব (বাজেট, হিসাব ও অডিট), বাজেট, হিসাব ও অডিট অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৫) উপসচিব (প্রশাসন), প্রশাসন অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৬) উপসচিব (উন্নয়ন), উন্নয়ন অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৭) উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৮) উপসচিব (অনুদান ও অডিট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৯) উপসচিব (সংস্থা), সংস্থা অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১০) উপসচিব (হজ-১ শাখা) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

- ১১) সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১৪) সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্কার শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mora.gov.bd



বিষয়	:	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি	:	জনাব মু: আ: আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময়	:	২২.০৮.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ; বেলা ১২:০০টা
স্থান	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর: ১৫১৫, ভবন নম্বর: ০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া চলমান রাখায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

ক্রম	অর্থবছর	উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত সেবা	বিবরণ	পর্যালোচনা ও বর্তমান অবস্থা
১.	২০২০-২১	নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম।	২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি আরবের বাহিরে বহির্বিশ্ব থেকে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজ নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় “হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম” প্রবর্তন করে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হজযাত্রী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর সেটি হজ অফিস, ঢাকা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের	বাস্তবায়িত ও চলমান। ১৩ জুলাই, ২০২০ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও টেস্ট রান করা হয়। ১৯ জুলাই, ২০২০ তারিখ থেকে সারাদেশব্যাপী হজযাত্রী নিজে বা নিবন্ধন কেন্দ্র থেকে বা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন যা এখনো চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত (২০ মে, ২০২১ পর্যন্ত) সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫১১ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩,০৬৯ জন মোট ৩,৫৮০ জন

			পর হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং হজযাত্রী পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাংক হিসেবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিবন্ধন বাতিল (নিবন্ধন রিফান্ড) প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।	আবেদনকারীর নিবন্ধন রিফান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সমুদয় অর্থ ফেরত পেয়েছেন। প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান রয়েছে।
২.	দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ		ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণের পাশাপাশি ফর্মে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হয়। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারণে তার সময়, অর্থ এবং ডিজিট সংখ্যা বেড়ে যায়। দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য ইতোমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে, কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয় এবং নতুন ফর্ম বিতরণ করা হয়। উক্ত সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/ মেয়র/ কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।	বাস্তবায়িত। একই সঙ্গে পাইলট, বাস্তবায়ন এবং সারাদেশব্যাপী সম্প্রসারিত।
৩.	২০২০-২১ দুঃস্থদের সহায়তার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান		দুঃস্থদের সহায়তার জন্য G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দুঃস্থদের সহায়তার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে iBAS++ এর একটি কাস্টমাইজ টেমপ্লেটের মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর মাধ্যমে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুঃস্থদের সহায়তার জন্য G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে	পাইলট বাস্তবায়িত। ২০২০-২১ অর্থবছরের পাইলট এবং বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ বছরও (২০২১-২২ অর্থ বছর) প্রক্রিয়াটি আরো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

			অনুদান প্রদান করলে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর মাধ্যমে উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/ রকেট একাউন্টে অর্থ প্রদান করা যাবে যার মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হবে।	
৪.	২০২০-২১	ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত (ফিরাতাত) প্রতিযোগিতা	ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়ুথ ফোরাম (ICYF) এর সমন্বয়ে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি ফেব্রুয়ারি-জুন ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কার্যক্রমটির উদ্ভাবনী উদ্যোগ হচ্ছে প্রতিযোগিতাটি বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সম্পূর্ণ অনলাইন সিস্টেমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	বাস্তবায়িত। শুরু: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০; শেষ: জুন, ২০২১
৫.	২০১৯-২০	হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন। হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সহজিকরণ	সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন এর সময় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারণে হজযাত্রীরা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হন। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণের পর আবার এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারণে অনেক হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। এছাড়াও হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে মক্কার বাড়িতে অথবা মদিনা বিমান বন্দর থেকে মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য আবার অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। এই প্রথমবারের মত সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা/ মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায়	বাস্তবায়িত। ২০১৯ সালের হজে হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বা “রোড টু মক্কা” সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত বছরে প্রায় ৫০% হজযাত্রী প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন এর সেবা গ্রহণ করেন। ২০২২ সালের হজেও উক্ত সেবা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে তবে তা রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদনের পর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২৫

			বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘণ্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।	
৬.	২০১৯-২০	হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ	সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা অথবা মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য পুনরায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদিআরবে ভ্রমণ, বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরবর্তীতে গন্তব্যে পৌঁছে দেখা যায়, অনেক হজযাত্রীর লাগেজ হারিয়ে গেছে। সৌদিআরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেই সৌদিআরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা এবং লাগেজে বাড়িভিত্তিক বিশেষ রং এর স্টিকার লাগানো হয়েছে। পরবর্তীতে হজযাত্রীদের লাগেজগুলো স্টিকার অনুযায়ী সৌদি অনুমোদিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মাধ্যমে হজযাত্রীর নির্ধারিত হোটেল/বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কা/মদিনার হোটেল/ বাড়ির কক্ষে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রীগণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা না করে সরাসরি নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব বাড়িতে চলে গিয়েছেন এবং হজযাত্রী পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রীর ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ায় হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।	বাস্তবায়িত। ২০১৯ সালের হজে হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বা “রোড টু মক্কা” এর আওতায় হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২ সালের হজেও উক্ত সেবা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে তবে তা রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তির সম্পাদনের পর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
৭.	২০১৯-২০	ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ	হজযাত্রীর হজযাত্রার পূর্বে মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য সিস্টেমে সময়মত হালনাগাদ না থাকার কারণে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসা প্রদানের সময় নানা রকম সমস্যা হয়। হজযাত্রীরা ম্যানুয়াল	বাস্তবায়িত। ২০১৯ সালের হজে ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ এর কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২

			<p>পদ্ধতিতে মেডিকেল প্রোফাইল এর ফরম পূরণ করেন এবং পূরণকৃত ফরম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ডাটা এন্ট্রি করতে অনেক সময় লাগে এবং ত্রুটি বিচ্যুতি হয়। এতে দেখা যায় যে সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রীর তথ্য সময়মত পাওয়া যায় না। এছাড়াও হজযাত্রীরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়াল ভ্যাক্সিনেশন কার্ড পেয়ে থাকেন। এ কারণে কোন হজযাত্রী যদি টিকা গ্রহণ না করে থাকেন তার তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যায় না। এছাড়াও ম্যানুয়াল সিস্টেম থাকার কারণে কোন হজযাত্রী কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা, অচল অক্ষম কিনা তাও জানা সম্ভব হয় না।</p>	<p>সালের হজেও উক্ত সেবা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।</p>
৮.	২০১৯-২০	কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	<p>লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবাদুত দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় মক্কা ও মদীনা শরীফে সরেজমিন চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় চিকিৎসা সেবা বিষয়ে হাজী সাহেবদের সাথে কথা বলেন। তারা চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে উচ্ছসিত সন্তোষ প্রকাশ করেন</p>	<p>বাস্তবায়িত। ২০১৯ সালের হজে ইলেক্ট্রোনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ এর কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২ সালের হজেও উক্ত সেবা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।</p>
৯.	২০১৯-২০	অঞ্জুলীতে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা আনন্দপাঠ	<p>বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরা বিভিন্ন বৈরি আবহাওয়া কারণে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কারণে বছরে প্রায় ৭-৮ মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না। এসময় তারা বাড়িতে বসে অলস সময় কাটায় এতে তাদের বুদ্ধি বিকাশে সমস্যা এবং পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। অঞ্জুলীতে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং পড়ালেখায় আরো উৎসাহিত হবে।</p>	<p>বাস্তবায়িত এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>
১০.	২০১৯-২০	Meeting 15 Minute	<p>Meeting 15 Minute হল একটি উদ্ভাবনী ধারণা যেখানে প্রতিদিনের নিজের দাপ্তরের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ছোট কিন্তু কার্যকর সভা করা। সভায় সভাপতি তার দাপ্তরের সকল টিম মেম্বারদের নিয়ে প্রতিদিন</p>	<p>বাস্তবায়িত ও চলমান রয়েছে।</p>

			<p>এই ছোট সভা করতে পারেন যেখানে ৮-১০ মিনিট আজকের কী কী কাজ করণীয় আছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও গতকাল পর্যন্ত কারো কোন কাজ পেন্ডিং আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করতে পারেন; সপ্তাহের/ মাসের কী কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে তা লিস্ট করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদিনের কাজ ভাগ করতে পারেন। এছাড়াও টিমের কোন মেম্বার আজ কী কাজ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শেষ ৫ মিনিট সভাপতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। Meeting15Minute সভাটি স্ট্যান্ডিং সভা হতে পারে বা সাধারণ সভার মতও হতে পারে। যেখানে সভাপতি মধ্যখানে দাঁড়াবেন বা বসবেন এবং টিম মেম্বারগণ তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে থাকবেন। সভাটি যথাসম্ভব একই স্থানে এবং একই সময়ে করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল অনুবিভাগ ও শাখায় Meeting15Minute এর কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সকল আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা কে এর কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	
১১.	২০১৮- ১৯	হজ প্রশিক্ষণ মডিউল - সারাদেশব্যাপী সকল হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ	<p>হজযাত্রীদের জন্য প্রতি জেলায় ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সারা দেশে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে সকল হজযাত্রীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সহজে হজ পালন সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়াও হজ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও হজ বিষয়ক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।</p>	বাস্তবায়িত
১২.	২০১৮- ১৯	মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ: কর্মব্যস্ত জীবনে মানসিক ও শারীরিক সমস্যাকে	<p>কর্মব্যস্ত জীবনে বেড়েছে কাজের চাপ। এর সঙ্গে বেড়েছে মানসিক চাপও। যাকে আমরা বলি স্ট্রেস। এছাড়া দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার কারণে চাকুরীজীবীদের শারীরিক পরিশ্রমও কম হয় এবং খাদ্যাভ্যাস এর প্রতিও যত্নবান কম হন। এ সকল কারণে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতো কঠিন সব অসংক্রামক ব্যধির আশংকা অনেক অংশে</p>	বাস্তবায়িত এবং চলমান

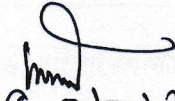
		<p>দূরে ফেলে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে সেবা প্রদান</p>	<p>বেড়ে যায়। শরীর চর্চা, ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস এর মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আমরা কম বেশি এই বিষয়ে অবগত হলেও দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার কারণে তা অনেক সময় হয়ে করা হয়ে উঠে না বলে আমরা মনে করি। এ কারণে প্রতিদিন সকালে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অফিসে আসার পর একটা নির্ধারিত সময়ে ব্যায়াম ও কিছু শরীর চর্চা করবে। এ বিষয়ে একজন ফোকাল পার্সন কাজ করছেন। যিনি মাঝে মাঝে প্রত্যেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শরীর চর্চা, ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস বিষয়ে সচেতন ও পরামর্শ প্রদান করবেন, বিএমআই (BMI) বা বডি মাস ইনডেক্স (শুলতা সমস্যা ভুগছেন কিনা তার পরিমাপ পদ্ধতি), উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস এবং যাবতীয় রুটিন চেকআপের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এছাড়াও মাসে অন্তত একবার একজন চিকিৎসক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উচ্চ রক্তচাপ, বিএমআই সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করবেন।</p> <p>চালুকরণের তারিখঃ ১১/০৩/২০১৯</p> <p>উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ে চালু করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর /সংস্থাসমূহে চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এর ফলে কী উপকার/ উন্নয়ন হয়েছে: এর মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা কর্মব্যস্ত জীবনেও সফল ও সুন্দরভাবে সকল মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে সেবা প্রদান করতে পারবেন।</p>	
১৩.	২০১৮-১৯	<p>মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের অফিসে প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান</p>	<p>আমরা নিজ কর্মস্থল অনেক সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিনা যা একটি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কাজের অন্তরায় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হয়। নিজ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সাপ্তাহিক/ মাসিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী অফিসের নির্দিষ্ট একটা সময় এই অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সকলের নিজেদের ডেস্ক/ ফাইলপত্রাদি যাতে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা যায় সে বিষয়েও পদক্ষেপ নেয়া এবং এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবনও করা যেতে পারে। এ সকল কাজের</p>	<p>বাস্তবায়িত এবং চলমান। চালুকরণের তারিখ: ১০/০৩/২০১৯ খ্রি. উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ে চালু করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এর ফলে নিজ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার ফলে একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ</p>

২৫

			সার্বিক সমন্বয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের একজন ফোকাল পার্সন কাজ করছেন।	সৃষ্টি হয়েছে।
১৪.	২০১৭- ১৮	মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ০২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়।	বাস্তবায়িত এবং চলমান
১৫.	২০১৭- ১৮	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছুদের অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন সেবা	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ অফিস, ঢাকা, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে হজের প্রাক-নিবন্ধন করে থাকেন। তাদের প্রাক-নিবন্ধনের জন্য ইতিপূর্বে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে গিয়ে প্রাক-নিবন্ধন করতেন অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতেন। নতুন এই ই-সার্ভিস এর মাধ্যমে ঘরে বসেই একজন সরকারি ব্যবস্থাপনার হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন। https://prp.pilgrimdb.org/pilgrim-reg-request/create	বাস্তবায়িত এবং চলমান
১৬.	২০১৭- ১৮	হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ	প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব ৬টি SMS প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে।	বাস্তবায়িত এবং চলমান
১৭.	২০১৭	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট প্রক্রিয়ায় কিউ (Queue) ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত এবং চলমান
১৮.	২০১৭	হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হয়েছে।	বাস্তবায়িত এবং চলমান
১৯.	২০১৭	হজযাত্রীদের তথ্য সেবায় ডিসপ্লে মনিটর/ ডিসপ্লে কিওস্ক	হজযাত্রীদের তথ্য সেবা ও হজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে হজ অফিস, ঢাকায় ডিসপ্লে মনিটর/ ডিসপ্লে কিওস্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।	বাস্তবায়িত এবং চলমান
২০.	২০১৭	হজ নির্দেশিকা সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি	হজযাত্রীদের জন্য হজ নির্দেশিকা, করণীয় ও বর্জনীয় ইত্যাদি সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল) চালু করার	বাস্তবায়িত এবং চলমান

		(প্রশিক্ষণ মডিউল)	কারণে হজযাত্রীদের হজে গমনের পূর্বে ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন।	
২১.	২০১৭	হজ বিষয়ক কল সেন্টার	হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হাজযাত্রী ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন এছাড়া নাগরিক সেবা হটলাইন: ৩৩৩ এর মাধ্যমে হজ বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত এবং চলমান

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ২৫.০৮.২০২১
 (মু: আ: আউয়াল হাওলাদার)
 অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

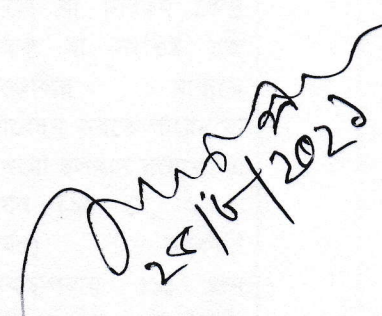
ও
 চীফ ইনোভেশন অফিসার
 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর- ১৬.০০.০০০০.০২০.০২.০০১.২১.২৯৬

তারিখ : ১০ ভাদ্র, ১৪২৮
 ২৫.০৮.২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৩) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অনুদান), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৪) উপসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৫) উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৬) উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৭) উপসচিব (অনুদান ও অডিট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৮) উপসচিব (সংস্থা), সংস্থা অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৯) উপসচিব, হজ-১ শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ১০) সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১১) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১২) প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১৩) সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ১৪) অফিস কপি।


 ২৫/৮/২০২১
 সিনিয়র সহকারী সচিব (সংস্কার)
 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়